সংবাদ

তারিখ 04 MAR 2014
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রাবাসের কমিটি নিয়ে সংঘর্ষ

- ডেন্টাল অনুষদে চিকিৎসা বন্ধ
- তদন্ত কমিটি গঠন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস পরিচালনা কমিটি নিয়ে দুই গ্রুপ চিকিৎসকের মধ্যে সংঘর্ষ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। গতকাল সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এই তাণ্ডব চলে। হামলার সময় বহিরাগত ক্যাডার ছিল। তারা হল প্রভোস্ট প্রফেসর আলি আজগর মোড়লের ওপর হামলা ও তাণ্ডব চালিয়েছে। হাসপাতালের প্রশাসন ভবনে মিছিল করেছে। সংঘর্ষের কারণে ডেন্টাল অনুষদের চিকিৎসা কার্যক্রম সাময়িক বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ফলে অনেক রোগী গতকাল চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার কমিটি : পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

কমিটি : নিয়ে সংঘর্ষ

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

সময় রোগী ও স্বজনরা আতঙ্কে নিরাপদ স্থানের খোঁজে দৌড়াতে ছিল। এ নিয়ে ভার্সিটিজুড়ে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। ঘটনা তদন্তে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ থেকে কমিটি তদন্ত কাজ শুরু করবেন।

প্রক্টর কার্যালয় থেকে জানা গেছে, মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের 'এ' ব্লকের উপরে একটি ছাত্রাবাস রয়েছে। সেখানে চিকিৎসা বিজ্ঞানে মাস্টার্স, এমডিসহ বিভিন্ন কোর্সের সাড়ে ৩শ থেকে ৪শ ছাত্র থাকে। ছাত্রাবাসের দায়িত্বে একজন হল প্রভোস্ট রয়েছেন। সম্প্রতি ছাত্রাবাসে ছাত্রদেরকে নিয়ে একটি পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি নিয়ে সরকার সমর্থিত (স্বাচিপের) দুই গ্রুপের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়। এর জের ধরে গতকাল সকালে একটি গ্রুপ পরিকল্পিতভাবে ছাত্রাবাসে হামলা ও প্রেভোস্টের রুম ভাঙচুর করে। এই খবর ছড়িয়ে পড়লে পাল্টা আরেকটি গ্রুপ প্রশাসন ভবনের ডিসির কার্যালয়ের সামনে নিয়ে ভাঙচুর চালায়। তখন দুই পক্ষের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এই সময় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এক পক্ষ আরেক পক্ষের দিকে তাড়িয়ে যায়। তখন মারপিটের ঘটনা ঘটেছে।

সূত্র জানায়,হল প্রেভোস্ট অধ্যাপক ডাঃ আলি আজগর মোড়লের ওপর হামলা, তার রুম ভাঙচুর, তছনছ করা ও উসকানিমূলক স্লোগান দিয়ে হামলা করার প্রতিবাদে ডেন্টাল অনুষদের চিকিৎসা কার্যক্রম সাময়িক বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভিডিও ফুটেজ ও ক্লোজসার্কিট ক্যামেরার ছবি দেখে আসামিদেরকে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা না নেয়া হলে চিকিৎসা কার্যক্রম অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়েছে। শিক্ষকের ওপর হামলার প্রতিবাদে আজ থেকে ৩ দিনের কালোব্যাজ ধারণ করা হবে বলে হল প্রোভস্ট জানান।

সূত্র জানায়, হামলার ঘটনা সিসি ধারণ করা আছে। ছবি দেখে অপরাধীদেরকে চিহ্নিত করা যাবে। ঘটনার খবর শুনে স্বাচিপ ও বিএমএ মহাসমচিব প্রফেসর ইকবাল আর্সলানসহ কয়েকজন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনার পর থেকে ভার্সিটিজুড়ে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

ভার্সিটির প্রক্টর প্রফেসর ডা. জাকারিয়া স্বপন জানান, হল সংসদ নির্বাচন ও কমিটি নিয়ে এই সংঘর্ষ হয়েছে। সংঘর্ষের সময় বহিরাগত ক্যাডাররা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। ঘটনায় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত কমিটি দোষীদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিবেন। প্রশাসনের প্রভাবশালী কারো ইন্ধনে ঘটনা ঘটেছে। সুষ্ঠু তদন্ত করে ইন্ধনকারীদের চিহ্নিত করা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

অভিযোগ রয়েছে, মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম নিয়ে খোদ সরকার সমর্থিত চিকিৎসকদের মধ্যে বিরোধ চলছে। সেখানে সরকারের শীর্ষ ব্যক্তিদের নাম ভাঙিয়ে অনেকেই বিভিন্ন কাজে লিপ্ত হয়। হল সংসদ নির্বাচন, চিকিৎসক পরিষদ, শিক্ষক সমিতি, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদোন্নতি নীতিমালাসহ নানা বিষয় নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে অসন্তোষ বিরাজ করছে।

বিএমএর সাবেক মহাসচিব ও স্বাচিপ নেতা প্রফেসর ডা. শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন এ ধরনের ঘটনা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কাম্য নয়। যারা এ ধরনের ঘটনায় জড়িত তাদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা উচিত। যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে।

বিএমএ ও স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের মহাসচিব প্রফেসর ডা. ইকবাল আর্সলান বলেন, হল পরিচালনা কমিটি নিয়ে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। ভাঙচুরকারিরা হল প্রভোস্টের রুম, নামফলক, আসবাবপত্র ব্যাপক ভাঙচুর করেছে। মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন অবস্থায় এই ধরনের ঘটনা গ্রহণযোগ্য নয়। ঘটনার সময় ভিসি ক্যাম্পাসে ছিলেন না বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে ভিসি প্রাণ গোপালের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, আমি ক্যাম্পাসে ছিলাম না। তবে স্বাচিপের মহাসচিব ইকবাল আর্সলান বলেন, ভিসি ঘটনা শুনেছেন। তার সঙ্গে কথা হয়েছে।

এ ব্যাপারে তদন্ত কমিটির প্রধান অধ্যাপক ডা. মো. মঈনুজ্জামান ফোনে বলেন, ঘটনা তদন্ত করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছে। এখনও কাজ শুরু করিনি। তবে কাজ শুরু করব।